ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতি শিষ্যদের আস্থা বৃদ্ধি

মার্ক ৬:৩০-৪৪

ঈশ্বর অসম্ভব সাধনকারী। আজও তিনি অলৌকিক কাজ সাধন করে চলেছেন। তিনি অবশ্যই আমাদের জীবনে অসম্ভব সাধন করেন। তিনি আপনার জীবনে অলৌকিক কাজ করতে চান। আপনি কি চান, তিনি আপনার জীবনে অলৌকিক কাজ করেন? আজকের শাস্ত্রাংশ থেকে আমরা দেখি যীশু কীভাবে তাঁর শিষ্যদের জীবনে অবিশ্বাসকে দূর করে তাদের বিশ্বাসে বলীয়ান করেছিলেন।

ক। প্রস্তুতি

শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে, যীশু দুই জন দুই জন করে যে সকল শিষ্যদের প্রেরণ করেছিলেন, তারা ফিরে এসেছে। এখানে এই প্রথম তাদের 'প্রেরিত' বলা হয়েছে। প্রেরিত কথার অর্থ "বিশেষ কার্য সাধন করার জন্য যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।" তাদেরকে পাঠান হয়েছিল (৭-১৩), এখন তারা তাদের রিপোর্ট দিতে ফিরে এসেছে (৩০-৩১ পদ)। খ্রীষ্টিয় জীবনযাত্রার প্রারম্ভে যীশু আমাদের জন্য সব করেন। বিশ্বাসে আমরা যত বৃদ্ধি পাই, তিনি আমাদের সুযোগ দেন তাঁর সঙ্গে কাজ করতে। শেষে এমন সময় আসে যখন তিনি আমাদের সব কাজের দায়িত্ব দেন। অবশ্য, আমরা সেই দায়িত্ব পালন করি তাঁর দেওয়া শক্তিতে। শিষ্যেরা যীশুর কাছ থেকে শক্তি পেয়েছিল তাঁর কাজ করতে (৬:৭)। শিষ্যেরা তাঁর শক্তিতে অনেক কাজ করেছিল, এখন সেই কথা বলতে তারা ফিরে এসেছে।

কিন্তু এখনও তাদের শিক্ষা শেষ হয়নি। তাদের জীবনে কাজ করার জন্য কেবল যীশুর শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করতে তাদের এখনও প্রস্তুতির প্রয়োজন। যীশু ধৈর্য ধরে তাদের শিক্ষা দিয়ে চলেছেন।

তারা ফিরে এসেছিল আনন্দ সংবাদ নিয়ে। সাফল্যের কথা তারা যীশুকে শুনিয়েছিল। কিন্তু যীশু জানতেন যে সাফল্যের ব্যস্ততা তাদের আধ্যাত্মিক মানকে বাধা দিতে পারে। তাই, তিনি তাদের আধ্যাত্মিক ব্যাটারী পুনরায় চার্জ করতে আত্মসমীক্ষা ও বিশ্রামের সুযোগ দিলেন। যীশু তাঁর নিজের জীবনেও বারংবার জনতা থেকে নিজেকে পৃথক করে নির্জনে পিতার সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন। অতি প্রত্যূষে পিতার সঙ্গে সময় কাটানো ছিল তাঁর অভ্যাস (মার্ক ১:৩৫), কখনও আবার তিনি সারারাত ধরে প্রার্থনা করেছেন। পিতার সঙ্গে সহভাগিতার মাধ্যমে শক্তিতে পূর্ণ হতে যীশু কখনও ভুলে যাননি।

যীশু তাই শিষ্যদেরও মূল প্রয়োজন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। নির্জনে আত্মসমীক্ষার দ্বারা ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভরতা বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। তাদের নিজেদের শক্তি নয়, কিন্তু ঈশ্বরই তাদের শক্তি যুগিয়ে চলেছেন — একথা উপলব্ধি করার প্রয়োজন ছিল। বালদেবের ভাববাদীদের বিরুদ্ধে জয়লাভের ঠিক পরেই (১রাজা ১৮ অধ্যায়) এলিয় ভাববাদী ঈষেবলের ভয়ে নির্জনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন (১রাজা ১৯ অধ্যায়)। একইভাবে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরেও প্রভুর দ্বারা আমাদের শক্তির নবীকরন প্রয়োজন। কারণ, সাফল্যের আনন্দে আমরা অনেক সময় ঈশ্বরের শক্তিকে ভুলে যাই, উপেক্ষা করি ও পতিত হই।

খ। কার্য

যীশুর পক্ষে জনতার ভিড়কে এড়ান খুব সহজ বিষয় ছিল না। লোকেরা যীশুর শিষ্যদের দেখে তাদের গন্তব্যস্থল উপলব্ধি করে আগে আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। যীশু তাদের প্রয়োজন সকল উপলব্ধি করলেন এবং তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন (৩২-৩৪ পদ)। যীশুর প্রতি শিষ্যদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে যীশু তাদের মাঝে আরও একটি অলৌকিক কাজ সাধন করলেন। আজও যীশু একইভাবে আমাদের জীবনে বিভিন্ন কাজের দ্বারা আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে থাকেন।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল। শিষ্যেরা উপলব্ধি করল যে জনতার খাবার কিছু নেই। তারা উপলব্ধি করল যে তাদের কাছেও কোন খাবার নেই, বা তাদের খাবার কিনে দেবার মত অর্থও নেই, বা এত মানুষের জন্য কোনও জায়গা থেকে তৈরী খাবার পাওয়াও সম্ভব নয়। তাই, যীশুর কাছে এসে তারা তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করল যেন তিনি তাদের বাড়ি ফিরে যেতে বলেন।

কিন্তু যীশু তাদের যুক্তিকে আমল দিলেন না। শিষ্যেরা ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাস না করে মানুষের ক্ষমতা ও যুক্তির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিল। সহজ কথায়, তারা ঈশ্বরের দ্বারা সাধিত হতে পারে এমন অলৌকিক কাজের প্রতি মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে যে ঈশ্বর আপন মহিমা প্রকাশ করতে পারেন, এ কথা তারা বুঝে উঠতে পারেনি। তাদের আত্মিক দৃষ্টি ছিল সীমিত।

যীশু তাদের চোখের সামনে দেখালেন, ঈশ্বর কী করতে পারেন। তিনি তাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করতে তাদের কাছে আরও একটি সুযোগ উপস্থিত করলেন, যার দ্বারা তারা ঈশ্বরের ক্ষমতা উপলব্ধি করল। তাই, তাদের কাছে কী আছে, তিনি তাদের খোঁজ করতে বললেন। পাঁচটি রুটি আর দুটি মাছ পাওয়া গেল। কিন্তু তাদের কাছে যা ছিল যীশু তাই ব্যবহার করলেন, তিনি তাকে আশীর্বাদ করলেন, ভাঙ্গলেন, এবং শিষ্যদের দিলেন যেন তারা তা জনতার মধ্যে বিতরণ করে। তিনি যখন তা ভাঙ্গ লেন, তখন তা অলৌকিকভাবে গুণিতক হারে বৃদ্ধি পেল।

অলৌকিক কার্যে অবিশ্বাসীরা এর ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে দিয়েছে- (১) যীশুর কথা ও কাজে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা নিজেদের লুকানো খাবার থলি থেকে বের করেছিল, (২) আত্মিক খাদ্যের দ্বারা লোকেরা এতখানি তৃপ্ত হয়েছিল যে তাদের আর দৈহিক ক্ষুধা ছিল না। কিন্তু যারা এমন ব্যাখ্যা দেয়, তারা মার্কের এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করার মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে গেছে: (১) এটি একটি যীশুর দ্বারা সাধিত অলৌকিক কাজ, (২) যীশুর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই- এর পক্ষে সাক্ষ্য, (৩) ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করার মাধ্যমে শিষ্যদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করা।

ঈশ্বর চান যেন আমরা আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করি। আমরা যেন আমাদের জীবনে তাঁর কাজের জন্য আগ্রহী হই, এমনকি অলৌকিক কাজের জন্যও। আপনি কি চান ঈশ্বর আপনার জীবনে অলৌকিক কাজ করেন?